স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 5th Aug. 1964 { ১২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
এ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
• শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
• ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করা
• আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

—০—

যে কোনো পরীক্ষার কথা ধরা যাক না কেন দেশের বিদগ্ধ সমাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। ব্যাপক অকৃতকার্য্যতার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিবার, কমিটি নিয়োগ করিবার এমন কি কমিশন বসাইবার কারণ নির্দ্ধারণের কথা অনেকে বলিতেছেন। এক কথায় শিক্ষার মান কি করিয়া উন্নত করা যায় তাহারই চিন্তা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই। এই ব্যাপক অকৃতকার্য্যতার জন্য প্রকৃত দায়ী কে তাহা কমিটি কমিশন যাহা বলিবেন তাহা হয়ত এক হইবে না। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কারণ হয়ত দেখাইবেন।

আমরা যাহা দেখিতেছি, এই মফঃস্বল সহরে বসিয়া, অধ্যাপক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। শিক্ষকগণের একটা মোটা অংশ প্রস্তুত না হইয়াই বিদ্যালয়ে আসেন। তাহা হইলে কি করিয়া ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় বুঝাইয়া দিবেন? তিনি আরও বলেন যে শিক্ষকদের মধ্যে আজকাল এমন একটা ভাব দেখা দিয়াছে তিনি যেন নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই শিক্ষকতা জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। শিক্ষকগণ কতকটা যেন 'যান্ত্রিক' হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা এমন এক স্তরে পৌছায় নাই যে শিক্ষকতাকে জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। আমি জানি বর্ত্তমানকালে, যুগ আবহাওয়ার চাপে, শিক্ষকগণ আজ আর শ্রদ্ধা ও সম্মান পান না। ইহার কারণ বহুবিধ হওয়া সত্বেও বলিব যে অর্থের মাপকাঠিতে আজ যখন বিচার চলিতেছে তখন উহা লইয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই।

শিক্ষার মান অবনতির দিকে কেন তাহার এই একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধা। এই বীতশ্রদ্ধা তাহার সহজাত নহে। সংসারের বর্ত্তমান পরিবেশ ছাত্রকে পাঠাভ্যাসের দিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অভিভাবক অন্ন সংস্থানের চিন্তায় ব্যস্ত। বাড়ীর গৃহিণী রান্নার পাট লইয়া হিমসিম খাইতেছেন। ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি নজর দিবার ফুরসৎ কোথায়? ইহার উপর ফাইফরমাস আছে। ছেলেমেয়ে পড়িতেছে—হঠাৎ তাহাকে বাজার হইতে কোনো দ্রব্য আনিবার আদেশ হইল। পড়ায় ছেদ পড়িল, অভিনিবেশ ব্যাহত হইল, একাগ্রতা বিনষ্ট হইল। এইভাবে ছেলেমেয়েদের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইল, পরবর্ত্তীকালে তাহার জীবনে আসিল উচ্ছৃঙ্খলতা, আসিল একটা বে-পরোয়া ভাব। যাহার শেষ পরিণতি হইল বিদ্যা শিক্ষার প্রতি চরম উদাসীনতা।

ছোট্ট একটি ছেলে কেমন ভাবে আস্তে আস্তে বিদ্যা শিক্ষার নাম করিয়া অভিভাবকের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ধাপে ধাপে অধঃপতনের দিকে চলিয়া গেল আজকালকার পরীক্ষার ফল তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। চুরি করা, নকল করা যেন স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। মানুষ যতই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে, যতই স্বার্থ সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছে ততই সে আপনার রচিত বেড়াজালে জড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু প্রতিকার কোথায়? এই প্রশ্ন নিজেকে বহুবার করিয়াছি। উত্তর যে পাই নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রতিকারের পথ বলিয়া দিলেইত চলিবে না। প্রতিকার করিবার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদের চিন্তাধারাই যে স্বতন্ত্র। যুক্তি মানিবে কেন?

সংবাদপত্রে বহুবার এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হইয়াছে কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। বলিয়াছি শিক্ষার মান যদি উন্নত করিতে হয়, সত্যই যদি অন্ততঃ কিছু সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে 'পরীক্ষা' তুলিয়া দিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যাহারা চাকুরী করিবে, বিজ্ঞানী হইবে, চিকিৎসক হইবে ও যাহারা সরকারী বৃত্তি লইবে তাহাদের জন্যই যেন পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয় আর অন্যান্য সব ছাত্রদের বিদ্যালয়, কলেজে হাজিরার একটি গড়পড়তা নির্দ্ধারণ করিয়া 'পাশ' বলিয়া গণ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহাতে একদিকে যেমন কলেজ সমূহে ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিবে অপরদিকে তেমনি প্রকৃত মেধাবী ছাত্র তৈয়ারীতেও সাহায্য করিবে।

বলিতে বাধা নাই বর্ত্তমান কালে ছাত্রদের শিক্ষার যে মান দেখা যাইতেছে তাহার পরিচয় দিতে গেলে লজ্জার আর সীমা থাকিবে না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে শিক্ষিতদের বিদ্যার বহরের যে নমুনা প্রকাশিত হয় তাহা আপাতঃ মুখরোচক হইলেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। সুতরাং পরীক্ষা গ্রহণের বর্ত্তমান প্রথা রহিত করিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে শিক্ষার মান উন্নত করা যাইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা। শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন এই আশা লইয়াই বিষয়টীর অবতারণা করিলাম।

বাগদত্তার আদর্শ শ্বশুর

এ যুগে কথার ঠিক দুর্লভ

বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার কৈয়ড় গ্রামের শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা গীতা যে দিন জন্মগ্রহণ করে, সেই দিনই সেহারা নিবাসী শ্রীপ্রবোধকুমার গাঙ্গুলী তাঁহার প্রথম পুত্র প্রশান্তের সহিত নবজাতার বিবাহ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষণে গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ঐ বাগদত্তা কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিবাহকালে প্রশান্ত ও গীতার বয়স যথাক্রমে ২০ ও ১৫ বৎসর। বাজার হিসাবে প্রশান্তের বিবাহের সম্বন্ধে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু প্রবোধ বাবুর উদারতা ও দৃঢ়তায় কথার মূল্যই রক্ষিত হইয়াছে।

রেজেষ্ট্রীকৃত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক

সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন

এখন হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ মৃতের সার্টিফিকেট অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ে ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন এবং উহা আইনসঙ্গত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন অনুসারে কবিরাজদের উপর এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। ঐ আদেশবলে তাঁহাদের আদালতে সাক্ষ্য দিবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে।

ভেজালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভেজালদাতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরাজিত হইতেছেন, ইহা সর্ব্বসাধারণের অভিজ্ঞতা এবং এখন সংবাদপত্রেরাও এই নির্ম্মম সত্য প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন। ঘুষ এবং ভেজাল বন্ধ করা কিছুমাত্র কঠিন বা সময়সাধ্য কাজ নহে, যদি গবর্ণমেণ্টের এবং শাসক পার্টির উহাতে আন্তরিকতা থাকে। ভেজালদাতা এবং চোরাকারবারীরা যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিবে যে টাকার জন্য কংগ্রেস পার্টি তাহাদের দ্বারস্থ হইবে না এবং ধরিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পিষিয়া মারিবে, তখনই চোরাকারবার, ঘুষ এবং ভেজাল মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই পাপ কাজে শুধু উৎপাদক এবং পাইকারেরাই পাপী নয়, খুচরা বিক্রেতারাও সমান পাপিষ্ঠ। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন তখন এই তিন পাপ মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কারণ কংগ্রেসের উপর তখন লোকের শ্রদ্ধা ছিল এবং কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট হাঙ্গর স্বার্থের স্থলে জনস্বার্থ দেখিবে এই বিশ্বাস লোকের মনে ছিল। আজিকার কংগ্রেস-নেতাদের এয়ারকণ্ডিশন ঘর ছাড়া চলে না। এখন তাঁহারা হাঙ্গরদের পরমাত্মীয়, জনতার লোক নহেন। ইহাই বর্ত্তমান দুর্গতির মূল কারণ। 'যুগবাণী'

নোংরা জলে রাস্তা প্লাবিত

রঘুনাথগঞ্জ থানা-গৃহের উত্তর দিকে কর্ম্মচারিগণের জন্য নবনির্ম্মিত বাসাবাটী হইতে নোংরা জল বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থ মিউনিসিপ্যাল পীচ রাস্তা প্লাবিত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পথচারিগণ এই নোংরা জলের উপর দিয়া চলাচল করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহা একাধারে অস্বাস্থ্যকর ও অশুচি। আমরা এই বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ও মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সরিষার তেলে বিষ

পশ্চিমবঙ্গে সরিষার তেল সম্পর্কে যে তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর উভয় সভার সদস্যগণকে দলগত নির্বিশেষে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

সরকারী ল্যাবরেটরীতে সরিষার তেলের নমুনা বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে সায়ানাইডের মত মারাত্মক বিষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রাপ্ত পত্র

মহাশয়, নিম্নের সংবাদটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

কৃতি ছাত্র

সেখদীঘি জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ আবদুল বারী এবারে ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান্ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী ও সৎ। প্রত্যেক পরীক্ষায় শ্রীমান্ সসম্মানের সহিত সাফল্য অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। শ্রীমানের এই সাফল্যে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা শ্রীমানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

সেখদীঘি জুনিয়ার হাই স্কুলের
শিক্ষকবৃন্দ।

জঙ্গীপুর কলেজ (মুর্শিদাবাদ)

(গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড)

১ম বর্ষ ত্রৈবার্ষিক কলা ও বিজ্ঞান এবং প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি চলিতেছে।

ছাত্রাবাসে স্থান সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বাহ্নে দরখাস্ত করিতে হইবে। ভর্ত্তির সময় আপন আপন মার্কসীট কলেজ আফিসে দাখিল করিতে হইবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে হইবে। ভর্ত্তির আবেদনপত্র কলেজ আফিসে পাওয়া যাইবে।

প্রিন্সিপ্যাল,
জঙ্গীপুর কলেজ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই আগষ্ট, ১৯৬৪

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

৩২ মনি ডিঃ চম্পালাল সেরাওগী দেং রসিক মণ্ডল মৃতাস্তে ওয়ারীশ সুপল মণ্ডল দিং দাবি ২৩০ টাকা ১৬ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দফরপুর ১-৮৭ শতকের কাত ৫।৵৫ আঃ ৫০০৲ খং ২৪৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২-৯৫ শতকের কাত ৮।৯ পাই আঃ ৯০০৲ খং ২৪৫ ঐ স্বত্ব

৪২ মনি ডিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেং কেনারাম সিংহ রায় দাবি ৭১ টাকা ৯০ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চাচণ্ড জমির পরিমাণ ১১ শতক আঃ ৫০৲ খং ৩৪ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২২ শতক জমি আঃ ১০০৲ খং ২২৯

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৪শে আগষ্ট, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

৯ স্বত্ব ডিঃ সদর আলি সেখ দেং মকবুল সেখ দিং দাবি ৩১১ টাকা ৩৯ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে ডিহিবরজ ২-৪৩ শতক মধ্যে ১-৩২ আঃ ২০০৲ হাল খং ১৯

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:-

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

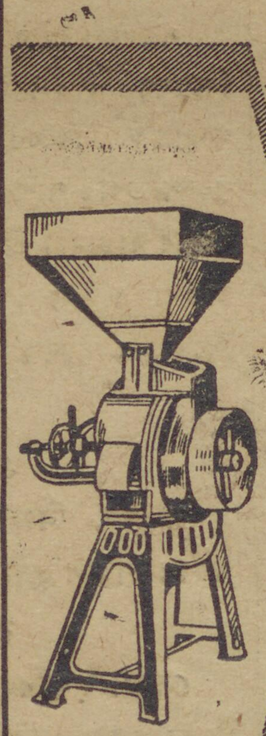

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

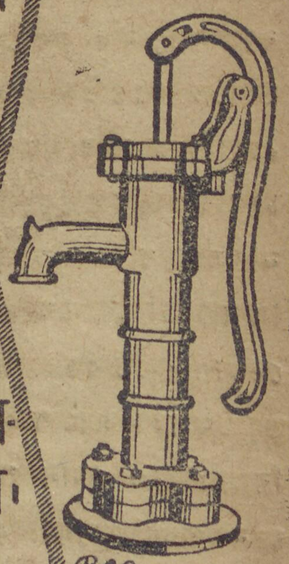

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।